ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসন সংকট ও গণরুম সমস্যা সমাধানে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রশাসন দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ না নিলে গণরুমের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সদস্য তানভীর হাসান সৈকত।

গতকাল বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা' ব্যানারে আয়োজিত একটি ছাত্র সমাবেশে সৈকত এমন ঘোষণা দেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের আবাসন নিশ্চিত না করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের নিন্দাও জানান তিনি। ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদপ্রার্থী কানেতা ইয়া লাম লামসহ বিভিন্ন হলের গণরুমে থাকা অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীরা গণরুম সমস্যার সমাধান করে নবীন শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার আহ্বান জানান। সমাবেশে গণরুম সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সৈকত বলেন, আপনি যদি গণরুম সমস্যা সমাধানের জন্য আগামী ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যত গণরুমবাসী শিক্ষার্থী আছে, তারা সবাই গিয়ে আপনার বাসায় ওঠব। এই ঘোষণার কোন হেরফের হবে না।

গণরুমকে একটি কৃত্রিম সংকট আখ্যা দিয়ে ডাকসুর এই সদস্য বলেন, প্রান্তিক অঞ্চল থেকে আসা ছাত্রদের একমাত্র ঠিকানা হিসেবে গণরুমেই ওঠতে হয়। বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন নিশ্চুপ থাকায় যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, কিছু অসাধু রাজনীতিবিদ এর ফায়দা লুটে। সমস্যা সমাধানে ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সৈকত। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে। কারণ, কেউই ছাত্রদের কথা বলছে না। সবাই ব্যক্তি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। বৈশি^ক র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এক হাজারের নিচে হওয়ার পিছনে গণরুম সমস্যাকে দায়ী করেন ডাকসুর এই সদস্য।

প্রসঙ্গত, গত ৩ সেপ্টেম্বর গণরুম সমস্যা সমাধানে বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব সংবলিত একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন সৈকত। কিন্তু এরপরও সমস্যা সমাধানে কার্যকর কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় ধারাবাহিক কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এর প্রতিবাদে নিজের সিট ছেড়ে দিয়ে গণরুমে থাকছেন এই ছাত্র নেতা।